MAR. 2[illegible] 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-১

৮ ছাত্র খুন আহত সহস্রাধিক ॥ ভার্সিটি অচল ২ বছর ॥ সম্পদহানি কয়েক কোটি টাকার

আব্দুল মালেক ॥ আওয়ামী লীগের গত ৫ বছরে প্রতিহিংসার রাজনীতি ও সহিংসতায় চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে হতাহতের সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ১৯৬৮ থেকে '৯৬ পর্যন্ত যেখানে খুন হয়েছিল ৬ জন সেখানে গত বছরে খুন হয়েছে ৮ জন। নিহতদের ৩ জন শিবিরের, ১ জন ছাত্রলীগের, ১ জন ছাত্র ইউনিয়নের ও ৩ জন নিরীহ ছাত্র। এই ৫ বছরে শতাধিক সংঘাতে আহত হয়েছে সহস্রাধিক। অন্তত ১০ জন শিক্ষকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী লাঞ্ছিত হয়েছে শতাধিক। ভার্সিটি অচল ছিল প্রায় ২ বছর। জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে কয়েক কোটি টাকার। সশস্ত্র কায়দায় ক্যাম্পাস দখলের লড়াইয়ের অশুভ প্রভাবে এসব ঘটেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গন দখলের ধারায় সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম ভার্সিটিকে টার্গেট করে। সেখানকার প্রশাসনে রাতারাতি দলীয় লোকদের বসানো হয়। তৎপর পুলিশ ও ভার্সিটি প্রশাসন ছাত্রলীগ দিয়ে ক্যাম্পাস দখলের সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠে। ব্যাপক সহিংসতায় তারা ২টি হল দখল করে নেয়। এতে প্রশাসনের পরিকল্পিত সহায়তার বহু নজির আছে। সহজভাবে ক্যাম্পাস দখলের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একটি লাশ। ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর

১৪ এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-১

৮-এর পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পিতভাবে সেই লাশটি ফেলা হয়। সেদিন আমিনুল ইসলাম বকুল নামে গণিত বিভাগের একজন নিরীহ ছাত্রকে হত্যা করে ভার্সিটি বন্ধ ও ছাত্রদের হলত্যাগে বাধ্য করা হয়। জনশূন্য ভার্সিটিতে ২৩ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় হলগুলোতে ছাত্রদের অবস্থান উলট-পালট করে দেয়া হয়। ইতিপূর্বে ছাত্ররা পছন্দমত যে কোন হলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। সে নিয়ম রহিত করে কলা অনুষদের জন্য সোহরাওয়ার্দী, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের জন্য আঃ রব ও আমানত, বাণিজ্য অনুষদের জন্য শাহজালাল ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রদের জন্য আলাওল ও এফ রহমান হলে অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর ভার্সিটি খুলে দিয়ে রাতারাতি পুনর্বন্টনকৃত সীটে ছাত্রদের অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় সীট বাতিল হবে। একদিকে প্রশাসনের তাড়া, অন্যদিকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র প্রহরা। এ অবস্থায় ছাত্রশিবির ও নিরীহ ছাত্ররা চরম নিরাপত্তাহীনতায় বিপজ্জনক শাহজালাল ও আমানত হলে ওঠেনি। তবুও ঝুঁকি নিয়ে যারা উঠেছিল, তাদেরও পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়। এভাবে ২টি হলে ছাত্রলীগের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। এরপর থেকে সংঘাত-সহিংসতা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় এবং একে একে খুন হয় ৮ জন।

বকুলের পর ২য় হত্যাকাণ্ড ঘটে '৯৮-এর ৬ মে। সেদিন হল দখল প্রতিযোগিতায় নৈশকালীন বন্দুকযুদ্ধে আমানত হলে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায় পটুয়াখালী থেকে ভর্তি হতে আসা আইয়ুব আলী। এ ঘটনার প্রতিবাদে অবরোধ চলাকালে ১৮ মে ক্যাম্পাস থেকে শহরে যাওয়ার পথে মার্কেটিং বাসে সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে প্রাণ দেয় ভার্সিটির শিক্ষক কাজী আহমদ নবীর একমাত্র ছেলে ও চট্টগ্রাম মেডিকেলের ছাত্র মুশফিক। একই বছর আগস্ট মাসের ১৮ তারিখ চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে মুখে দাড়ি থাকায় শিবির সন্দেহে হত্যা করা হয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও চারুকলার ছাত্র সঞ্জয়কে। শিবির নেতা ও অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র জোবায়েরকে অপহরণ ও খুন করা হয় '৯৯ সালের ১৫ মে। ৫ দিন পর আমানত হলের একটি কক্ষে রহস্যজনক গুলীতে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল। সর্বশেষ শিবির নেতা রহিম ও মাহমুদকে একই সাথে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় '৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর পবিত্র রমজানে।

একে একে সহিংসতা চলাকালে ছাত্রলীগের হাতে একাধিকবার শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাও ঘটেছে। এ থেকে দাড়িধারী হিন্দু শিক্ষকরাও রেহাই পাননি। প্রথম শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে '৯৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। সেদিন এক সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রলীগ ১ নম্বর সড়কে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় শিক্ষকদের একটি বাস ব্যারিকেডে পড়ে আক্রান্ত হয়। আওয়ামীপন্থী তরুণ শিক্ষক এমদাদুল হক আক্রমণকারীদের বাধা দিলে একজন ছাত্রলীগ নেতা তার ঘাড়ে হাত তুলে। জনাব এমদাদ তখনকার সিন্ডিকেট সদস্য ও এখনকার শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। পরের বছর ২১ মার্চ একই স্থানে লাঞ্ছিত করা হয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের ৪ জন প্রফেসরকে। সেদিন রাতে ছাত্রলীগ ১ নম্বর সড়কে একটি ওয়াজ মাহফিল ভেঙ্গে দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এ সময় ক্যাম্পাস থেকে শহরে যাওয়ার পথে গাড়ী থামিয়ে লাঞ্ছিত করা হয় ডঃ মোশারফ ও ডঃ মোঃ মাহবুব উল্লাসহ ৪ জনকে। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে লাঞ্ছিত হন বাংলা বিভাগে সদ্য যোগ দিতে আসা ডঃ সৌমিত্র শেখর। মুখে দাড়ি থাকায় শিবির সন্দেহে তার উপর হামলা হয়েছিল ১ নম্বর সড়কের মাথায়। ডঃ শেখর এখন ঢাকা ভার্সিটিতে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও অবরোধ চলাকালে রিকশায় চড়ে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে কোন কোন শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে নাজেহাল করা হয়। শিক্ষকদের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারী লাঞ্ছনার ঘটনা ছিল নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু অসহায়ের মত তাদের তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সংঘাত-সহিংসতায় গত ৫ বছরে ভার্সিটি অচল ছিল প্রায় ২ বছর। বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়াও অচলাবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য '৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে ১৮ দিন, '৯৭ সালের মে মাসে ভর্তিচ্ছুদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সংঘর্ষে ১৫ দিন, একই বছর সেপ্টেম্বরে বকুল হত্যার পর ৪৩ দিন, '৯৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে আইয়ুব ও মুশফিক হত্যার পর ৪০ দিন, একই বছর জুলাই মাসে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি ও আগস্ট মাসে সঞ্জয় হত্যার জের ধরে প্রায় দেড় মাস, '৯৯ সালের মে মাসে জোবায়ের ও সাইফুল হত্যার প্রেক্ষাপটে প্রায় এক মাস, সর্বশেষ '৯৯-এর ডিসেম্বরে জোড়া খুন ও ৫৪ শিবির কর্মী গ্রেফতারের জের ধরে গত বছর মে পর্যন্ত টানা ৫ মাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে বছরে বন্ধ থাকে অন্তত ৫ মাস। তার সাথে ২ বছর অচলাবস্থা যোগ করলে ৫ বছরে ভার্সিটির শিক্ষা দিবস পৌঁছে অনেকটা শূন্যের ঘরে।